দৈনিক বাংলা
তারিখ 27 FEB 1993 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও ভিসিদের সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি দেশের দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলররা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দশজন ভিসির বৈঠকে বিস্তারিত কি আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়েছে তার পুরো বিবরণ সংবাদপত্রে নেই। খবরের সারাংশ শুধু আছে।

খবরটি শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে। এ ব্যাপারে সকল মহলই উদ্বিগ্ন। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস রুখতে প্রধানমন্ত্রী সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ভিসিদের। ভিসিরাও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমন সম্পর্কে বলেছেন যে ক্যাম্পাসে কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন পড়বে না। এছাড়া একটি কথা এসেছে খবরের কাগজে। ভিসিরা প্রকৃত ছাত্রকে শনাক্ত করার জন্য পরিচয়-পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব রেখেছেন।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমন নিয়ে কারো মধ্যে দ্বিমত নেই। সন্ত্রাসের কারণ ও পটভূমি নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে অন্তত প্রকাশ্যে কেউ ভিন্নমত পোষণ করছেন না। আমি তাই এ মুহূর্তে সে বিতর্কে যাব না। আমি সবিনয়ে ভাইস চ্যান্সেলদের কাছে মাত্র দুটি সুপারিশ তুলে ধরব।

আমার সুপারিশ দুটি একেবারেই পরীক্ষা সংক্রান্ত। আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটু সতর্ক এবং যত্নবান হলে এ দুটি সুপারিশ কার্যকর করা কঠিন নয়।

আমার সুপারিশ হচ্ছে, (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়মিত গ্রহণ করা হোক। (২) সময়মত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হোক।

জানি, আমার এই সুপারিশ অনেকের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না। অনেকেই বলবেন, হাঙ্গামা মারামারি ঘটলে পরীক্ষানুষ্ঠান কি করে সম্ভব হবে? এর সঙ্গে তো বাইরের রাজনীতিও জড়িত। বাইরের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এই মারদাঙ্গা থামানো যাবে কি? অনেকেই এ মুহূর্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করবেন। বলবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। তবে এসব যুক্তি ও মত মেনে নিয়েও আমি ভিন্ন কথা বলব।

আমার কথা হচ্ছে, দেশে দশটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কখনও একটি বা কখনও দুইটি বা তিনটিতে সংঘর্ষ হচ্ছে। কখনও কখনও সংঘর্ষ মারাত্মক রূপ নিচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে, কর্তৃপক্ষ সঠিক সময় হস্তক্ষেপ করলে একমাত্র বন্দর-নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাড়া কোথাও গোলযোগ স্থায়ী রূপ নেয়নি। এর মধ্যেও পরীক্ষা হচ্ছে। এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ঠিক আগের মত নয়।

আমি বলতে চাই, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও দাঙ্গার পাশাপাশি আর একটি ধারাও আছে। সে ধারাটি নিয়মিত পড়াশুনার। পরীক্ষা দেবার। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করার। এ ধারাটিই প্রবল। এ ধারার ধারক ও বাহক প্রতিটি পরিবার। অভিভাবক ও অভিভাবিকা। এ ধারাকে অ-রাজনৈতিক ধারা বলে অভিহিত করাও যাবে না। কারণ সমাজে এমনি করেই পরিবারগুলি সংগঠিত। ভাল-মন্দে তর্কে বচসায় প্রতিটি পরিবারেই বিভিন্ন মতবাদী সদস্য আছে। কঠিন রাজনীতির পরিবেশ আছে। তবুও তারা সন্তানসন্ততিকে স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য পাঠায়-পাঠায় ভবিষ্যতে সংসারে হাল ধরবার জন্য। এ মানসিকতা অতীতে ছিল। আজও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সকলেই চাইবে তাদের সন্তান দুধে ভাতে না থাকলেও যেন লেখাপড়া করে মানুষ হয়। এ মানুষ হবার অন্যতম শর্ত হচ্ছে, নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ। কারণ আমরা যতই ভিন্নকথা বলি না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার সাফল্য এখনও আমাদের জীবনের সাফল্যের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পড়াশুনা এবং পরীক্ষা পাসের মানসিকতাই কি শিক্ষাঙ্গনের একমাত্র নিয়ামক শক্তি? অতীতে কিন্তু তার প্রমাণ মেলেনি। কথায় কথায় সামরিক শাসন জারি করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সবকিছু ভন্ডুল করা হয়েছে। সেই ধারা হঠাৎ করে পাল্টানো সম্ভব কি?

আমি বলব, আগের পরিস্থিতি এখন নেই। এরশাদের পতনের পর একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। জনগণ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টিকারী একটি সংসদ গঠিত হয়েছে। এ সংসদ কিন্তু পাকিস্তান বা এরশাদ আমলের সংসদ নয়। ইচ্ছে হলেই এ সংসদকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। এ সত্যটি অনুধাবন করতে হবে। যারা বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে চান তাদের এ পরিবর্তন অনুধাবন করে কর্মকান্ড চালাতে হবে। বুঝতে হবে এ মুহূর্তে রাজপথে সমস্যা সমাধানের কোন পরিস্থিতি নেই।

সুতরাং আমি বলব, খুব কষ্ট করে হলেও পরীক্ষা নিয়মিত নেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। দু-একটি মিছিলে পরীক্ষার তারিখ সরাবার কোন অবকাশ নেই। যারা পরীক্ষা দেবে না তারা বাদ পড়বে। এই বাদ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়মিত হলে পরীক্ষা দেবার ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ কঠোর হলে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা খুব কঠিন নয়। এর প্রমাণ এরশাদ আমলেও পাওয়া গেছে।

এরশাদ আমলে কয়েকটি শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের শক্তিশালী ছাত্র নেতাদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। সে বহিষ্কারাদেশ কার্যকর হয়েছিল। ক্ষমতার পরিবর্তনে ঐ নেতারা আরো শক্তিশালী হয়েছেন। কিন্তু বহিষ্কারের আদেশ বাতিল করানো যায়নি।

তাই আমি বলব, যে কোন পরিস্থিতিতেই হোক, পরীক্ষা নিয়মিত করাতে হবে। পাশাপাশি পরীক্ষার ফল নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে। পরীক্ষার ফল নিয়মিত প্রকাশ করলে সেশন জট কমবে। ছাত্রাবাসে একসিটে দুজনের থাকতে হবে না। ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ভিড় কমানো সহজ হবে। একটু কঠিন হয়ে এ দুটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারলে অনেক সমস্যাই সমাধান হবে।

তবে পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে শিক্ষকদের আমি সমালোচনার উর্ধ্বে বলে মনে করি না। কেন যে তারা ঠিক সময় খাতা দেখতে পারেন না। কেন প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার ফল বিলম্বে প্রকাশ পায়, তার সঠিক জবাব শিক্ষকরা দিতে পারবেন, তাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন দিন সদুত্তর পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। তাই আমার বলার ইচ্ছা, আপনারা এমন হলে সেশন জট হ্রাস পাবে কি করে? কি করে শিক্ষাঙ্গনে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে আসবে? এখানে সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে ছাত্রটি নির্দিষ্ট সময়ে কৃতিত্বের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন পার হতে পারত, সেই ছাত্রটিই অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পত্রিকার পাতা জুড়ে বসেছে। আশা করব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আরো সতর্ক হবেন।

আমার আজকের লেখা শেষ করব অতীতের দুটি ঘটনা উল্লেখ করে। একটি ঘটনা হলের শৃংখলা নিয়ে। অপরটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ প্রবেশ নিয়ে। প্রথম ঘটনা আমাকে নিয়েই। আমি তখন ঢাকা হলের (আজকের শহীদুল্লাহ হল) ছাত্র। একদিন হাউস টিউটর তার কক্ষে আমাকে ডাকলেন। সে কক্ষে তিনজন হাউস টিউটরই উপস্থিত। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাত বারটার পর আমার কক্ষে গান হয়েছে। রাত বারটার পর কক্ষে গান গাওয়া হলের নিয়ম-শৃংখলা বিরোধী। সুতরাং আমাকে কেন হল থেকে বহিষ্কার করা হবে না তার কারণ দর্শাতে বলা হল।

এই গান সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। আমি গভীর রাতে হলে ফিরতাম। তবে শুনেছি আমার কক্ষে গান গাওয়া হয়েছিল। গান গেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্বের একজন বিদায়ী ছাত্র। তেমন কোন মধুর গান তিনি গাইতেন না। নিজের কণ্ঠ সম্পর্কে তার উচ্চ ধারণা ছিল। তাই বিদায়ের পূর্বে প্রতি কক্ষে গিয়ে তিনি গানশুনিয়েছেন।

কিন্তু আমার কি করার ছিল? আমি ভিন্ন পথ নিলাম। বললাম, রাত ১২টার পর যে গান গাওয়া নিষেধ তা কি লিখিতভাবে আমাদের কেউ জানিয়েছেন? অপরাধ না জানিয়ে অপরাধী সাব্যস্ত করা ঠিক কি? আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম। কিন্তু আজকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ ধরনের কৈফিয়ৎ তলব করা কি সম্ভব?

দ্বিতীয় ঘটনাটি ষাটের দশকের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মাহমুদ হোসেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর মোনেম খান। মোনেম খানের নির্দেশে ভাইস চ্যান্সেলারকে না জানিয়ে পুলিশ ঢুকেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। প্রতিবাদে ডঃ হোসেন পদত্যাগ করেছিলেন। সে পরিস্থিতি কি আজ কল্পনা করা যায়?

সে ঘটনা আজ স্মৃতি মাত্র। তবে শুধু স্মৃতিচারণ নয়, সাহস করে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া ভিন্ন কোন বিকল্প এখন আর নেই। আমার বিশ্বাস, কিছু কঠিন পদক্ষেপ নেবার প্রশ্নেই ভাইস চ্যান্সেলররা আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে।

—নির্মল সেন